① আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর?

Ans:) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের প্রতিষ্ঠাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে অন্যতম হল বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন হ্যান্স জে মর্গেনথাউ। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে টমসন, লাসওয়েল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্য, ম্যাকিয়াভেলি ও হবসের তত্ত্বে এই দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে। মরগেনথাউ বলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় ধারণা হল সম্পর্কের লড়াই। তার মতে ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ যেমন তার স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আচরণও তেমনি তাদের নিজ নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই স্বার্থের পিছনে ছুটতে গিয়েই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এই দ্বন্দ্বই হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতা।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপায়ের পরিবর্তে উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেকোনো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধ করা। তা সে যেকোনো পথেই হোক না কেন। মরগেনথাউ-এর মতে মানুষের প্রকৃতিতে যেমন, রাষ্ট্রের প্রকৃতিতেও তেমন কিছু অর্থনৈতিক উপাদান কাজ করে। এই পৃথিবীর উন্নতি ঘটাতে হলে এই সমস্ত উপাদান নিয়েই কাজ করতে হবে, এদের বাদ দিয়ে বা এদের বিরুদ্ধে গিয়ে নয়। পৃথিবীর মধ্যে যেমন প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, বিবাদ — এগুলি অস্বীকার করে সম্পূর্ণ নৈতিক আদর্শে পৌঁছানো অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আমরা এর কাছাকাছি যেতে পারে স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সংঘর্ষের মীমাংসা করে। এই জন্যেই মরগেনথাউ নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির কথা বলেছেন। মরগেনথাউ তার Politics Among Nations (1948)

Scanned with CamScanner

গ্রন্থ ও The Decline of Democratic Politics নামক গ্রন্থে বাস্তববাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী একটা বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মর্গেনথাউ ৬টি নীতির সাহায্যে তার বাস্তববাদী তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলি হল নিম্নরূপ —

① সমাজের ন্যায় রাজনীতি ও এমন কতগুলি বাস্তবনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, যার উৎস লুকিয়ে আছে মানুষের প্রকৃতি ও মনুষ্যত্বের মধ্যে। এই মনুষ্যত্ব ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক তত্ত্বের মাধ্যমে কেবল রাজনৈতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়। মর্গেনথাউ -এর মতে পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র অনুধাবন করতে হলে আমাদের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও তথ্যকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে, কেবল তথ্যের পরীক্ষায় যথেষ্ট নয়। পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে জড়িত ঘটনা ও তথ্যকে অর্থবহ করে তুলতে হলে একটি যুক্তি নির্ভর কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

② মর্গেনথাউ -এর মতে যে ধারণা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনিশ্চয়তায় প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে সেটি হল জাতীয় স্বার্থ। যা প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। জাতীয় স্বার্থের ধারণা ছাড়া আমরা কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত রাজনীতি, অনুধাবন করতে পারি না। বা রাজনৈতিক বা অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না।

③ মর্গেনথাউ -এর মতে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় স্বার্থের ধারণাকে স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না। সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয়, তার উপর নির্ভর করে জাতীয়

Scanned with CamScanner

স্বার্থের ধরন ধারনা।

(৪) রাজনৈতিক বাস্তবতা নীতি বোধের বিষয়টিকে অস্বীকার করে না। তবে, এই তত্ত্বে প্রবক্তারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কোনো সার্বজনীন নৈতিক মানদণ্ড প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বৈদেশিক নীতি নির্ধারন এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য কার্যাবলী পরিচালিত হয় প্রকৃত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে। মর্গেনথাউ এর মতে একজন ব্যক্তি যে নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই নীতিবোধ আশা করা যায় না।

(৫) রাজনৈতিক বাস্তবতা মনে করে কোনো রাষ্ট্রের নৈতিক আশা-আকাঙ্খাকে সার্বজনীন নৈতিক বিধির সঙ্গে এক করে দেখা উচিত নয়। বাস্তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় তার জাতীয়স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাদের কার্যাবলীকে একটি সার্বজনীন নৈতিক আবরনে ঢেকে রাখতে চায়।

(৬) রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুসারে রাষ্ট্রনীতির একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা রয়েছে, ঠিক যেমন অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের থাকে। বাস্তববাদী তত্ত্ব রাজনৈতিক চিন্তা ছাড়াও অন্যান্য অরাজনৈতিক চিন্তার অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকার করে তবে অন্যসব অরাজনৈতিক চিন্তাকে রাজনৈতিক চিন্তার অধীন বলে গন্য করে।

সমালোচনা :-

অনুর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় বাস্তববাদী তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি যতই প্রভাবশালী হোক না কেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের বিভিন্ন সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত,

সমালোচকদের মতে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র যদি শুধু ক্ষমতার ভিত্তিতে জাতীয়স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ধাবিত হত তাহলে পৃথিবী একটি নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হত।

দ্বিতীয়ত,

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে ভুল করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতা একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে ঠিকই কিন্তু ক্ষমতা ছাড়াও জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, জাতীয় নিরাপত্তা প্রভৃতি বিচার বিবেচনা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত,

এই দৃষ্টি পৃথিবীকে একটি লড়াই ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে যেখানে ক্ষমতা একটি স্থায়ী পথ প্রদর্শনের ভূমিকা নেয় কিন্তু বাস্তবে কোন শক্তিই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না এটি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে।

চতুর্থত,

স্ট্যানলি হফম্যান এর মতে 1950 সালে মর্গেনথাউ এর বাস্তববাদী তত্ত্ব স্বীকৃতি পেলেও ত্রুটি কারণে এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হয়। (ক) এই তত্ত্বে ক্ষমতাকে রাজনীতির সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ক্ষমতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। (খ) বাস্তববাদী তত্ত্বে লক্ষ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা নেই।

উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতার সত্ত্বেও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্রে একটি আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির গবেষকদের পূর্বে নির্ধারিত অনুমানগুলিকে ~~পূর্বে নির্ধারিত অনু~~ পুনর্মূল্যায়ন করাতে বাধ্য করে।

Scanned with CamScanner